

## আমেরিকার মুসলিম ছাত্রছাত্রীদের রমজান পালন

ক্যারোলি ওয়াকার  
ইউএসইনফো স্টাফ রাইটার

ওয়াশিংটন, ২০শে সেপ্টেম্বর -- উনিশ বছর বয়সী মাহের আলী ওয়াশিংটনের জর্জটাউন ইউনিভার্সিটিতে নতুন ভর্তি হয়েছে। এবারই প্রথম সে মুসলমানদের পবিত্র মাস রমজান পরিবার-পরিজন ছাড়া একা একা পালন করছে।

আলী মাত্র দুই সপ্তাহ হল জর্জটাউনে এসেছে। সে স্কুলের কম শিক্ষার্থীদেরই চেনে, যাদের মধ্যে মুসলমান আরো কম। সে তার নিজ দেশ বাহরাইন থেকে অনেক দূরে আছে। এখানে তার মা-বাবা, ভাই-বোন ও সমাজের লোক কেউ নেই। তারপরও রমজানের প্রথম রোজাটি সে রেখেছে। এখানে রোজা শুরু হয়েছে ১৩ই সেপ্টেম্বর।

সেদিন জর্জটাউনে ইফতারের পর আলী 'ইউএসইনফো'-কে বলে, "এটা ছিল একটা লম্বা দিন।" রমজান মাসে মুসলমানরা শেষ রাতে সেহুরি খায়, দিনের বেলা পানাহার থেকে বিরত থাকে এবং সূর্যাস্তের সময় ইফতার করে রোজা ভাঙে।

ইমাম ইয়াহিয়া হেভি, যিনি গত আট বছর ধরে জর্জটাউনে ইমামতি করছেন, 'ইউএসইনফো'-কে বলেন, রমজানের প্রথম দিনগুলো ক্যাম্পাসের ৪৫০জন মুসলিম শিক্ষার্থীর জন্য খুবই কষ্টকর। যেসব তরুণ শিক্ষার্থী বাড়িতে মায়ের হাতে রান্না করা খাবার খেত, ভাইবোনের সহযোগিতা পেত, প্রথম প্রথম তাদের মানিয়ে নিতে হয়, বিশেষ করে যদি তাদের অ-মুসলিম রুমমেটরা রমজান সম্পর্কে কিছুই না জানে।

হেভি বলেন, "জর্জটাউনে মুসলমানরা বেশ স্বচ্ছন্দবোধ করে।" তার স্ত্রী সায়রন এবং তাদের ছোট ছোট শিশুরা প্রথম ইফতারে হেভির সাথে যোগ দেয়। সায়রন বলেন, "আমি আমার স্বামীকে ছাত্রছাত্রীদের সাথে ইফতার করতে বলি। যেসব ছেলেমেয়েরা পরিবার থেকে দূরে আছে আমি চাই তিনি তাদের অভিভাবক হোন।"

রোজার প্রথম দিন ইফতারের অনেক খাবারই এসেছে মুসলিম স্টুডেন্টস এসোসিয়েশন এবং প্যাকিস্তানি স্টুডেন্টস এসোসিয়েশন থেকে। কিন্তু সায়রন নিয়ে এসেছেন 'কাবসা'-র (পোলাও জাতীয় খাবারবিশেষ)

বিশাল এক ডিশ। তিনি এটি তৈরি করেছেন তার গোপন রেসিপি অনুসারে। সায়রন হেসে বলেন, “এটা আমার আবিষ্কার।” সায়রনও চান প্রথমবারের মত যেসব শিক্ষার্থীরা বাড়ি থেকে দূরে এসে রমজান পালন করছে তাদের জন্য আরাম দিতে।

### পরিচয় ও বৈচিত্র্য

জর্জটাউন দেশের সবচেয়ে পুরাতন ক্যাথলিক জেসুইট বিশ্ববিদ্যালয়। আজ শিক্ষায়নটিতে ধর্মীয় বৈচিত্র্যসম্পন্ন শিক্ষার্থী সংঘ আছে এবং এখানকার ক্যাম্পাসে অনেক ধর্মবিশ্বাস পালনের ব্যবস্থা আছে বলে হেভি জানান। যেমন, আবাসিক ডাইনিং হলগুলো রমজানে সেহরির জন্য শেষরাতে খোলা থাকে।

বাইশ বছর বয়সী লিডিয়া হাবাব জর্জটাউনের স্কুল অব ফরেন সার্ভিসের একজন শিক্ষার্থী। তার বাড়ি মিশিগানের ডিয়ারবর্নে। রমজানের জন্য সে একটা বিশেষ রুটিন করেছে। হাবাব সেহরির জন্য আগে আগে ওঠে এবং রাত তিনটা পর্যন্ত জেগে থাকে। এরপর ভোর পাঁচটা পর্যন্ত ঘুমিয়ে স্টাডি গ্রুপে যোগদান করে এবং ইফতার পর্যন্ত পড়াশোনা করে। ক্ষুধার যন্ত্রণা লাঘব করতে সে ট্রেডমিল ব্যবহার করবে বলে চিন্তাভাবনা করছে।

জর্জটাউন ইফতারে বিশ্ব ব্যাংকের সিনিয়র উপদেষ্টা আদনান হাসানও যোগদান করেছিলেন। তিনি বলেন, আমেরিকার মুসলিম শিক্ষার্থীরা “সর্ব-আমেরিকান” নতুন চেউয়ের অংশ। হেভির মতে, জর্জটাউনের মুসলিম ছাত্রছাত্রীদের ৯০ ভাগেরই আমেরিকায় জন্ম। পরিবারের প্রভাব না থাকার কারণে ক্যাম্পাসে রোজা রাখাটা হয়ে গেছে অনেকটাই ব্যক্তিগত। (এ সংক্রান্ত নিবন্ধের জন্য নিচের ওয়েবসাইট দেখুন

(<http://usinfo.state.gov/xarchives/display.html?p=washfile-english&y=2006&m=October&x=20061018160638bcreklaw6.905764e-02>)।

হাসান বলেন, “এসব তরুণ শিক্ষার্থীরা ফিটনেস, খেলাধুলা ও সামাজিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ আমেরিকান, কিন্তু এরা ধর্মবিশ্বাসেও দৃঢ় এবং ব্যক্তিগত অঙ্গীকারের ক্ষেত্রে দায়িত্বশীল।”

### আমেরিকার সংস্কৃতির অংশ

হাসান আড়াল থেকে একদিন শুনছেন, ফ্লোরিডা থেকে আসা জর্জটাউনের একজন নতুন শিক্ষার্থী ভেবে পাচ্ছিল না তার কি জর্জটাউন বাস্কেটবল দলকে সমর্থন করা উচিত, নাকি ফ্লোরিডা ইউনিভার্সিটি দলের পক্ষ নেবে। হাসান বলেন, “এসব ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন পরিচয়ের মধ্যে ভারসাম্য আনছে এবং আত্মবিশ্বাসীও হচ্ছে। যখন তারা ইফতারে আসে, তখন তারা সমমনা মানুষের সান্নিধ্যে স্বস্তি লাভ করে, কিন্তু তারা একই সাথে এটাও জানে যে তারা বৃহত্তর সমাজের একটা অংশ।”

তৃতীয় বর্ষের মেডিক্যাল ছাত্র চাদি ইবরাহীম বলে, যদিও রোজা শারীরিকভাবে ক্লান্তিকর, তবু এটা তাকে গতিশীল ও স্বাস্থ্যবান রাখে। রোজা রাখলে সে দৈনন্দিন উদ্বেগ থেকে মুক্ত থেকে গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলোর ওপর মনোযোগ দিতে পারে।

হেভি বলেন, এটাই হওয়া উচিত। মাসব্যাপী রোজার শিক্ষাই হচ্ছে মুসলমানদের উৎসাহিত করে নিজেদের জীবন নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করা এবং অন্যদের অর্থাৎ গরিব-দুঃখী-ভুখা মানুষদের অনুভূতি অনুভব করা। হেভি বলেন, “রমজানের তাৎপর্য হল নিয়ন্ত্রণ করা-- নিজের ক্ষুধা ও রাগ নিয়ন্ত্রণ করা।”

ইবরাহীম সবসময় চেষ্টা করেন তার যেন সেহর মিস হয়ে না যায়। সে সেহরির সময় ঘুম থেকে উঠে অন্তত এক গ্লাস পানি হলেও খায়। সে বলে, “পানিশূন্যতা এড়াতে আমি সবসময় পানির ব্যাপারে খেয়াল রাখি। রোজা ভাঙার পর আমি যতটা সম্ভব কফিটা এড়িয়ে চলি।” ইবরাহীম যখন নামাজের জন্য আগেআগে জাগে, তখন হাসপাতালে কাজে যাওয়ার আগে সে আবার কিছুটা ঘুমিয়ে নেয়। রমজানের সময় সে মাঝেমাঝে জেগেও কাটিয়ে দেয়, যার ফলে সে আরো বেশি কাজ করতে পারে।

‘ইউএসইনফো’র সাথে কথা বলার অন্যান্য শিক্ষার্থীরা জানায়, রমজানে তাদের একই লক্ষ্য: প্রত্যেকটি কাজ ভালভাবে করা, বৃহত্তর সমাজের আরো উত্তম সদস্য হওয়া এবং নিজেদের ব্যাপারে আরো ভালো বোধ করা।

ওয়্যাশিংটনের আর্থিক বিশ্লেষক ফারাসি মোক্তাদির, ২৭, জর্জটাউন ইফতারে যোগ দেন। প্রাক্তন একজন শিক্ষার্থী তাকে দাওয়াত করেছে। তিনি বলেন, “রমজানে আমি যদি নিজের সম্পর্কে ভালো বোধ না করি, তাহলে আমি সমস্যায় আছি।”

নাতালি স্টুয়ার্ট, ২১, যে “বৌদ্ধধর্মের প্রতি আসক্ত”, মুসলিম রুমমেটের সাথে সংহতি প্রকাশ করতে রমজানে রোজা পালন করেছে। সে বলে, “অনেক ধর্মেই রোজা আছে -- নৈমিত্তিক কাজে পরিবর্তন আনতে এবং নিজেদের নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করার এটা একটা ভালো উপায়।”

=====

*\*(ইউএসইনফো যুক্তরাষ্ট্র পররাষ্ট্র দফতরের ব্যুরো অব ইন্টারন্যাশনাল ইনফরমেশন প্রোগ্রামস-এর একটি প্রকাশনা।  
ওয়েবসাইট: <http://usinfo.state.gov>)*

জিআর/ ২০০৭

**দ্রষ্টব্য:** এই নিবন্ধের ইংরেজি ভাষা 'আমেরিকান সেন্টার'-এ পাওয়া যাবে। যদি আপনি ইংরেজি ভাষাটি পেতে আগ্রহী হন, তবে 'আমেরিকান সেন্টার'-এর প্রেস সেকশনে (টেলিফোন: ৮৮৩৭১৫০-৪, ফ্যাক্স: ৯৮৮৫৬৮৮; ই-মেইল: [DhakaPA@state.gov](mailto:DhakaPA@state.gov) এবং ওয়েবসাইট: [dhaka.usembassy.gov](http://dhaka.usembassy.gov)) যোগাযোগ করুন।